যুগান্তর

তারিখ 26 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ১

মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার ৪২ শতাংশ

মুসতাক আহমদ

চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় প্রায় সাড়ে ৫ লাখ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে না। শিক্ষা বোর্ডগুলোর পরিসংখ্যান কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী নবম শ্রেণীতে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে নিবন্ধন করেছিল ১২ লাখ ৬৭ হাজার ৬৩৪ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে অনুষ্ঠেয় এসএসসি পরীক্ষায় ৭ লাখ ৩৩ হাজার ৩২৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নেবে। অর্থাৎ গত ২ বছরে ৫ লাখ ৩৪ হাজার ৩১০ জন নিয়মিত শিক্ষার্থী ঝরে গেছে। ঝরে পড়ার হার ৪২ দশমিক ১৫ শতাংশ। ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনিয়মিতভাবে এ পরীক্ষায় অংশ নেবে আরও ৩ লাখ ৩০ হাজার ১৬০ জন। অর্থাৎ সর্বমোট ১০ লাখ ৬৩ হাজার ৪৮৪ জন শিক্ষার্থী এবছর এসএসসি পরীক্ষা

হার : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

হার : শিক্ষার্থীর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দেবে। গত বছরও নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করা ৬ লাখ ৬ হাজার ৩০৬ জন নিয়মিত শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছিল।

ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যানে সিলেট বোর্ড এগিয়ে এবং রাজশাহী বোর্ড সবার নিচে। রাজশাহী বোর্ডে ঝরে পড়ার হার ৩২ দশমিক ৭৬ শতাংশ, কুমিল্লা বোর্ডে ৫০ দশমিক ৭৬ শতাংশ, যশোর বোর্ডে ৪৩ দশমিক ১ শতাংশ, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৪৪ দশমিক ৮৪ শতাংশ, বরিশাল বোর্ডে ৪৩ দশমিক ১১ শতাংশ, সিলেট বোর্ডে ৫৭ দশমিক ২৫ শতাংশ, দিনাজপুর বোর্ডে ৩৩ দশমিক ১৫ শতাংশ, মাদ্রাসা বোর্ডে ৩৩ দশমিক ৬২ শতাংশ ও কারিগরি বোর্ডে ৫৪ দশমিক ৩২ শতাংশ। প্রসঙ্গত, নবগঠিত দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবছর থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

শিক্ষা বোর্ডগুলো ঝরে পড়ার জন্য ৯টি কারণ চিহ্নিত করেছে। এগুলো হচ্ছে— নবম থেকে দশম শ্রেণীতে ওঠার সময় অকৃতকার্য হওয়া, দশম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ, কিছু শিক্ষার্থীর বিয়ে হয়ে যাওয়া, বিদেশগামিতা, কম মেধাবীদের উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষায় যাত্রা এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা জীবিকার প্রয়োজনে ছোটখাটো কাজে যোগ দেয়া ইত্যাদি। এছাড়া উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য অযোগ্য কিছু শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়। যারা পরীক্ষায় কখনোই পাস করতে পারে না, এমনকি ক্লাসেও ঠিকমতো উপস্থিত থাকে না। এসব উপবৃত্তির টাকা সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ আত্মসাৎ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থী বেশি দেখানোর জন্য কিছু বিদ্যালয় নবম শ্রেণীতে ভুয়া নিবন্ধন করে থাকে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম জানান, ভুয়া নিবন্ধন করে কেউ এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না। তিনি বলেন, গত বছরের তুলনায় ঝরে পড়ার হার কমেছে। তিনি বলেন, গত বছর তার বোর্ডে ঝরে পড়ার হার ছিল ৫৪ দশমিক ১০ শতাংশ। এ বছর তা ৪৪ দশমিক ১৯ শতাংশ।